নাসিরুদ্দিন

হোজ্জার গল্প ৩

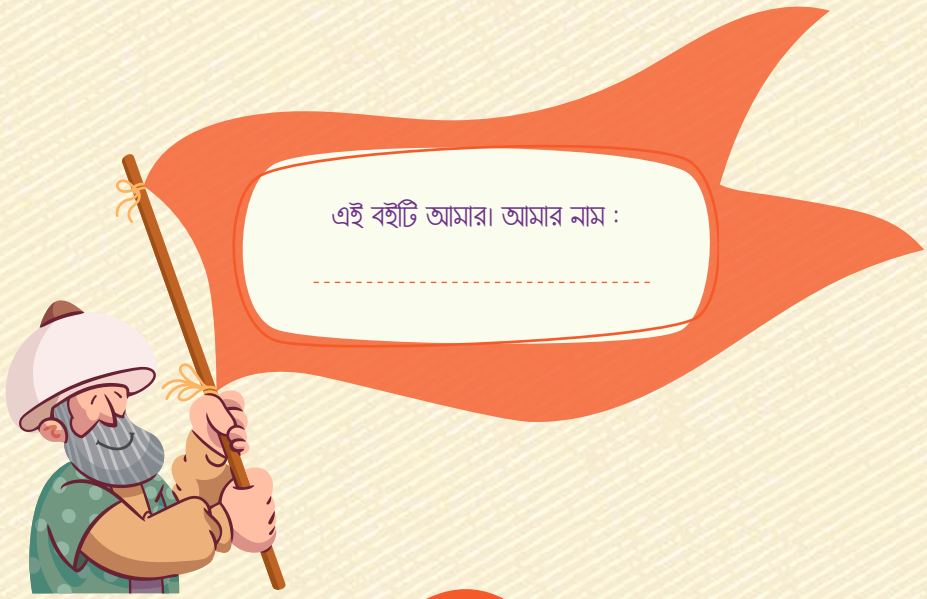

লিটল উম্মাহ

সুর নতুন দিনের

হোজ্জার শহরে কাজির পদ খালি! কে বসবেন সেই পদে? তা-ই নিয়ে শহরজুড়ে হট্টগোল। শেষে ঠিক হলো, হোজ্জা আছেন! তিনিই হবেন নতুন কাজি। রাজাও মেনে নিলেন। হোজ্জাকে বসালেন কাজির পদে।

বিচার করা, সে কী চাট্টিখানি কথা! সেপাই দিয়ে আসামি ধরো! সাক্ষী-সাবুদ যাচাই করো! তবে না রায় দাও! ভারি শক্ত কাজ। এ কাজ পারে কেবল হোজ্জা!

এমনই একদিনের কথা। হোজ্জা বসে আছেন দরবারে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন এক বুড়িমা। সঙ্গে তার নাতি। হোজ্জাকে বললেন, 'কাজি সাহেব, একটি আরজি নিয়ে এসেছি।'

হোজ্জা বললেন, 'তা বলুন বুড়িমা, কী সেই আরজি?

বুড়িমা বলতে লাগলেন, 'আমি বড়ই গরিব মানুষ। ভাত-রুটি জোটাতেই জান বেরিয়ে যায়। এদিকে আমার মা-মরা নাতিটার বাই দেখুন। সারাদিন শুধু মিঠাই খাবে! বলি, এত মিঠাই কোথায় পাবো! টাকা লাগবে কাড়ি কাড়ি। সে আমার কথা শুনবেই না। তাই নিয়ে এলাম ধরে। আপনি একবার বলে দিন না। আপনার কথা ঠিক শুনবে।'

হোজ্জা বেরিয়েছেন হাঁটতে। কিছুদূর মাত্র গিয়েছেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পথে এক অচেনা লোক। বসে আছে মুখ গুঁজে। চোখমুখ-জুড়ে তার রাজ্যের হতাশা। বেজার মুখে কী যে ভাবছে, আল্লাহই জানে! হোজ্জা খানিক থেমে সালাম দিলেন। বললেন, 'কে আপনি, ভাই? আগে তো দেখিনি এ তল্লাটে!'

লোকটি বড় হতাশ গলায় বললো, 'আমি এক বিদেশি। অনেক দূর থেকে এসেছি।'

হোজ্জা লোকটির আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'তা-ই হবেন! তা আমাদের এলাকায় কেন এসেছেন, বলুন তো?'

লোকটি বললো, 'আর বলবেন না ভাই! মনে আমার সুখ নেই। খাবারে রুচি নেই। কিচ্ছুটি ভালো লাগে না। তাই এসেছি সুখের খোঁজে। জমি-জায়গা বিক্রি করে কটা টাকা হয়েছে। তা-ই নিয়ে ঝোলা বেঁধেছি। দেখি, যদি কোথাও সুখ পাই!'

সেদিন বিকালে প্রতিবেশীরা বসে চা খাচ্ছিলো। হোজ্জার গাধা নিয়েই আলাপ চলছে তখনো। এমন সময় হোজ্জা এলেন। দোকান-ভরতি শহরের মানুষ। তাদের মাঝখানে বসে আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন হোজ্জা। এর ওর সাথে গল্প করতে লাগলেন ফুরফুরে মেজাজে।

কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। আরে! তারা কিনা গাধার কথা ভেবে ভেবে হয়রান। আর এদিকে দেখো, যার গাধা, সেই হোজ্জার যেন কিচ্ছু হয়নি! ভারি হাসিখুশি! ব্যাপারটা কী, অ্যাঁ? শেষে থাকতে না পেরে একজন বলেই বসলো, ‘ও হোজ্জা সাহেব, ব্যাপার কী, বলুন তো! আপনার গাধা হারিয়ে গেছে, আর আপনি এমন হাসছেন? তারিয়ে তারিয়ে চাও খাচ্ছেন দেখছি!’